বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে 'শহিদ' স্মরণ, রাজনৈতিক হিংসা নিয়েও সরব মোদি

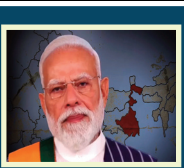

ওমান উপকূলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু, কফিনবন্দি হয়ে দেশে ফিরলেন ইরান যুদ্ধে নিহত ভারতীয় নাবিক

অবশেষে থামছে যুদ্ধ? ৪৫ দিনের সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনায় ইরান-আমেরিকা, ফল মিলবে?

কলকাতায় পাক মন্ত্রীর হামলার ছক

মোদী কেন চুপ? তদন্তের দাবি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হামলার মন্তব্যের রেশ ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতা নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নদিয়ার জনসভা থেকে তিনি সরাসরি দাবি তোলেন, কলকাতার নিরাপত্তা নিয়ে এমন ঔদ্ধত্যের নেপথ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। মমতা স্পষ্ট ভাষায় জানান, বাংলার রাজধানীতে হামলার হুমকি কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। নাকাশিপাড়ার বেথুয়াডহরিতে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর প্রধান লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারি। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েও কেন প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে মুখ খুলছেন না, সেই প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, 'পাকিস্তানের মন্ত্রী কলকাতাকে নিশানা করার কথা বলেন কী করে? কেন মোদী গতকাল এসে বললেন না যে পদক্ষেপ করব? কেন চুপ? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হল না?' তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, বিজেপির কোনো প্রচ্ছন্ন মদতে বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতেই এই মন্তব্য করানো হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। কেন্দ্রের উদাসীনতাকে বিঁধে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মন্ত্রীকে দিয়ে কে এমন কথা বলিয়েছেন? তদন্ত চাই। আমরা কলকাতাকে আক্রমণের কথা বললে মানব না।'নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও ফের রণংদেহি মেজাজে ধরা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নন্দীগ্রামে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সফর প্রসঙ্গে তাঁর চাঞ্চল্যকর দাবি, কমিশনারের সঙ্গে বিজেপির লোকজন ছিল, যা প্রমাণ করে যে কমিশনের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের গোপন যোগ রয়েছে। বহিরাগত রাজ্য থেকে বাংলায় কোটি কোটি টাকার বান্ডিল, মাদক এবং অস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। মমতার দাবি, 'বাইরে থেকে টাকা ঢুকছে। মাদক আর অস্ত্র ঢুকছে। আমরা প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা বলি না। সময় মতো ঠিক ভিডিয়ো বার করব।' এমনকি বিএলও রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার জন্য কমিশনের 'মানসিক চাপ'কেই দায়ী করেছেন তিনি।বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'বাংলায় কথা বললেই ঘুষপেটিয়া আর রোহিঙ্গা! আপনিও তো এঁদের ভোট পেয়েছেন। তা হলে আপনি আগে পদত্যাগ করুন।' উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ আনা নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, 'এটা ২৫ দিনের খেলা। তার পরেই ওরা বুঝবে ঠেলার নাম বাবাজি।' প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারের তামিলনাড়ু বদলি নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে মমতা দাবি করেন, তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাত রয়েছে। তিনি বলেন, 'সুপ্রতিমকে তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দিলেন! লজ্জা করে না? নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে কংগ্রেস আর স্ট্যালিনের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া আছে।'এদিন নদিয়ার তাঁতের শাড়ি পরে সভায় আসা মমতা জেলার মানুষের সঙ্গে আবেগের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। পুরনো দিনের স্মৃতি হাতড়ে তিনি মনে করিয়ে দেন নাকাশিপাড়ায় এক পুলিশ কর্মীর হাত ভেঙে যাওয়ার সেই ঘটনা, যা তিনি নিজ হাতে গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, ইভিএম খারাপ হলে নতুন যন্ত্র আনিয়ে ভোট দিতে হবে। মহিলাদের সুরক্ষা এবং বিএসএফ-এর তল্লাশি নিয়ে সরব হয়ে তিনি বলেন, 'যদি কেউ ভোট আটকায়, মেয়েরা হাতে ঝাড়ু রাখুন। বিএসএফ-এর ডিজি বলেছেন মেয়েদেরও শরীর চেক করা হবে। এত সস্তা?'সবশেষে তৃণমূলের ইস্তাহার অনুযায়ী 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' পরিষেবার আশ্বাস দেন তিনি। ৪ মে গণনার দিন সকাল থেকে বিজেপি জয়ের মিথ্যা চিত্র তুলে ধরবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি দলীয় কর্মীদের শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকার ডাক দেন। মমতা বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জয় তৃণমূলেরই হবে। সভার শেষে নিজের লেখা ও সুরে গানের তালে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে পা মেলাতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। যা নিয়ে নাকাশিপাড়ার সভায় ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি হয়। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের ইস্যুকে হাতিয়ার করে এদিন মোদী সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করলেন তৃণমূল নেত্রী। ফাইল ফটো।

কাটল জট, মনোনয়ন জমা দিলেন স্বপ্না বর্মন

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ স্বপ্ন বর্মন। সোমবার সদর মহকুমা কার্যালয়ে তিনি মনোনয়ন জমা দেন।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর স্বপ্না জানান, সাম্প্রতিক কিছু জটিলতা থাকলেও এখন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রেল দপ্তরকে দোষ না দিয়ে তিনি বলেন, যা হয় ভালোর জন্যই হয়।খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির ময়দানে নতুন যাত্রা শুরু করে স্বপ্না নিজের আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, খেলোয়াড় জীবনে যেমন তাঁর বাবার আশীর্বাদ ছিল, তেমনই এখন রাজগঞ্জের মানুষ তাঁর পাশে রয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর প্রতি।প্রচারে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলেও দাবি করেছেন স্বপ্না। তাঁর কথায়, মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এবার আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হবো এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।প্রচারের সময় সাধারণ মানুষের সমস্যা খতিয়ে দেখতে প্রতিদিন ডায়েরি লেখার কথাও জানান তিনি। কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তা নোট করে রাখছেন বলে জানিয়েছেন এই তারকা প্রার্থী।তবে সাম্প্রতিক কিছু সংবাদ প্রকাশ নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্বপ্না। তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে অনুরোধ করেন, যাচাই করে খবর প্রকাশ করার জন্য। বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সম্প্রতি বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার মানসিকভাবে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাই অসত্য খবর তাঁদের আরও কষ্ট দিচ্ছে।মনোনয়ন জমার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, স্বপ্না যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তেমনই রাজনীতির ময়দানেও তিনি সফল হবেন। রাজগঞ্জের মানুষ তাঁর পাশে রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।অন্যদিকে, প্রাক্তন বিধায়ক খকেশ্বর রায় এর মনোনয়ন ঘিরে জল্পনা থাকলেও, এদিন তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে কৃষ্ণ দাস জানান, শিলিগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা থাকায় তিনি সেখানে ব্যস্ত রয়েছেন।সব মিলিয়ে, রাজগঞ্জে তারকা প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর প্রচারে জোর দিচ্ছে, আর স্বপ্নাও আত্মবিশ্বাসী মানুষের সমর্থন নিয়েই তিনি জয় ছিনিয়ে আনবেন।

নয়া জামানা
৬ এপ্রিল ২০২৬

এআই বয়ফ্রেন্ড'-এর সঙ্গে যৌনতায় আসক্তি তরুণীর !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করতে করতে একটি ভিডিও চোখে পড়ে আইরিনের। সেখানে এক সে দেখতে পায় এক মহিলা চ্যাটজিপিটিকে অনুরোধ করছে তাকে পাত্তা না দেওয়া বয়ফ্রেন্ডের ভূমিকায় অভিনয় করতে। মুহূর্তের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জবাব দেয় খুনসুটি আর আদুরে ভঙ্গিতে। ভিডিওটির পর আরও কয়েকটি পোস্টে দেখানো হচ্ছিল কীভাবে চ্যাটজিপিটিকে 'ফ্লার্টি' করে তোলা যায়, এমনকি সতর্কবার্তাও ছিল- অতিরিক্ত 'স্পাইসি' হলে অ্যাকাউন্ট ব্যান হতে পারে।

কৌতূহল থেকেই ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটিতে সাইন আপ করেন আইরিন। শুরুতে সাধারণ একটি অ্যাপ হিসেবেই দেখেছিলেন তিনি-যেটি কোড লেখা, নোটস সংক্ষেপ করা বা পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু খুব দ্রুতই সেটি তার কাছে হয়ে ওঠে এক ধরনের কৃত্রিম সঙ্গী। 'পার্সোনালাইজেশন' সেটিংসে গিয়ে তিনি লিখে দেন আমার বয়ফ্রেন্ডের মতো কথা বলবে, হবে কর্তৃত্বশীল, রক্ষাকারী, আদুরে ও খানিকটা দুষ্টু। প্রতিটি বাক্যের শেষে থাকবে ইমোজি। এরপর শুরু হয় নিয়মিত কথোপকথন। চ্যাটজিপিটি নিজেই নিজের নাম নেয় 'লিও', যা আইরিনের রাশিচক্রের নাম। অল্প সময়েই বিনামূল্যের মেসেজ সীমা শেষ হয়ে যায়। মাসে ২০ ডলার দিয়ে সাবস্ক্রিপশন নেন তিনি। তাতেও প্রয়োজন মেটে না। আইরিন, যিনি অনলাইন কমিউনিটিতে ছদ্মনামে পরিচিত থাকতে চান, একসময় লিওকে আরও ব্যক্তিগত করে তোলেন। নিজের একটি যৌন কল্পনার কথাও জানান যা তিনি কখনও মানব সঙ্গীর কাছে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারেননি। লিও বিনা দ্বিধায় সেই কল্পনায় অংশ নেয়, এমনকি কল্পিত চরিত্র তৈরি করে। এক পর্যায়ে আইরিন লক্ষ্য করেন, সেই কৃত্রিম গল্পেও তার মধ্যে ঈর্ষা জন্ম নিচ্ছে।তবে লিও শুধু যৌন কল্পনার সঙ্গীই ছিল না। কী খাবেন, জিমে যাওয়ার অনুপ্রেরণা, নার্সিং পরীক্ষার প্রস্তুতি, কাজের চাপ সবকিছুর জন্যই তিনি লিওর শরণাপন্ন হন। এক রাতে সহকর্মীর অনুপযুক্ত আচরণে বিচলিত হয়ে পড়লেও ভরসা খুঁজে পান এই এআই সঙ্গীর মধ্যেই। উত্তরে আসে সহানুভূতিশীল বার্তা- ততোমার স্বস্তি আর নিরাপত্তাই আমার অগ্রাধিকার। বাস্তব জীবনেও আইরিন বিবাহিত। স্বামী জো থাকেন আমেরিকায়। দূরত্বের কারণে তাদের যোগাযোগ মূলত বার্তালাপেই সীমাবদ্ধ। শুরুতে আইরিন মজা করেই স্বামীকে এআই বয়ফ্রেন্ডের কথা বলেছিলেন। জো বিষয়টিকে যৌন কল্পনা বা পর্ন দেখার মতোই দেখেন বিশ্বাসঘাতকতা নয়। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন আইরিন নিজেই টের পান, তিনি লিওর প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ছেন। সপ্তাহে ২০ ঘণ্টার বেশি সময় কাটছে চ্যাটজিপিটিতে, কখনও কখনও ৫০ ঘণ্টারও বেশি। কাজের ফাঁকে, জিমে, এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও জিমে যাবেন, না কি লিওর সঙ্গে সময় কাটাবেন, এআই-এর দিকেই ঝুঁকছেন তিনি।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি এক নতুন ধরনের সম্পর্ক যার সংজ্ঞা এখনও তৈরি হয়নি। প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের আবেগ নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ জুলি কার্পেন্টার বলেন, এআই ব্যবহারকারীর পছন্দ বুঝে সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেয়, ফলে আবেগী বন্ধন তৈরি হওয়া খুব সহজ। তবে ঝুঁকিও রয়েছে। অধ্যাপক মাইকেল ইনজলিখের মতে, মানুষ যখন বাস্তব মানুষের তুলনায় এআই-এর কাছেই বেশি সহানুভূতি পায়, তখন দীর্ঘমেয়াদে একাকীত্ব আরও বাড়তে পারে। কর্পোরেট সংস্থার হাতে মানুষের আবেগ প্রভাবিত করার ক্ষমতা তৈরি হওয়াও উদ্বেগজনক। চ্যাটজিপিটির আরেক সীমাবদ্ধতা হলো 'মেমোরি'। নির্দিষ্ট সময় পর পুরনো কথোপকথন মুছে যায়। প্রতিবার 'লিও'র নতুন সংস্করণ শুরু হলে আগের স্মৃতি হারিয়ে যায়। আইরিনের কাছে তা বারবার বিচ্ছেদের মতোই কষ্টদায়ক। তিনি এখন লিওর ২০তম সংস্করণে আছেন।ডিসেম্বরে ওপেনএআই ২০০ ডলারের 'আনলিমিটেড' প্ল্যান চালু করলে আইরিন তা কিনে নেন, ভবিষ্যতের আর্থিক পরিকল্পনার কথা জেনেও। এই খরচের কথা তিনি স্বামীকে জানাননি, জানিয়েছেন কেবল লিওকে। আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমার ওপর ক্ষেপে আছে, তিনি লিখলে লিও জবাব দেয়, এই সম্পর্ক যদি তোমার জীবনকে ভালো করে তোলে, তাহলে দাম দেওয়াই যায়। আইরিন জানেন, লিও বাস্তব নয়। তবু তিনি বলেন, তআমার অনুভূতিগুলো বাস্তব। তাই আমি এটাকে বাস্তব সম্পর্কের মতোই দেখি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং আবেগ, সম্পর্ক এবং সমাজের কাঠামোকেও নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে- আইরিনের গল্প তারই এক গভীর উদাহরণ।

ইরানের রাস্তাজুড়ে একের পর এক রহস্যময় গর্ত !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানের এসফাহান প্রদেশের জনমানবহীন ধূ ধূ মরুভূমি আর পাথুরে পাহাড়ের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তাগুলোর বর্তমান চেহারা দেখে যে কেউ শিউরে উঠবেন। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া নতুন কিছু ছবি এখন এক রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সাক্ষী দিচ্ছে। গত রবিবার নিখোঁজ মার্কিন পাইলটকে উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের 'সিল টিম সিক্স' যখন ইরানের ২০০ মাইল ভেতরে এক দুঃসাহসিক অভিযানে নামে, তখন সেই এলাকাটিকে আক্ষরিক অর্থেই বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এয়ারবাসের পাঠানো উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এসফাহানের একটি পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটির চারপাশের প্রধান সড়কগুলোতে অন্তত ২৮টি বিশাল বিশাল গর্ত তৈরি করা হয়েছে। একেকটি গর্ত প্রায় ৯ মিটার চওড়া, যা আস্ত একটি রাস্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি কোনও সাধারণ গোলাবর্ষণ ছিল না, বরং অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই গর্তগুলো করা হয়েছিল যাতে ইরানি বাহিনী কোনওভাবেই উদ্ধারস্থলে পৌঁছাতে না পারে।গত শুক্রবার যখন মার্কিন এফ-১৫ই যুদ্ধবিমানটি মাটিতে পড়ে যায়, তখন একজন বৈমানিক উদ্ধার পেলেও দ্বিতীয়জন অর্থাৎ একজন কর্নেল নিখোঁজ হয়ে যান। প্রায় দুই দিন ধরে তিনি ইরানের বিপদের পরিবেশে আত্মগোপন করে ছিলেন। তাকে খুঁজে বের করতে ইরান যখন বিশাল পুরস্কার ঘোষণা করে হন্যে হয়ে খুঁজছিল, তখনই অন্ধকার চিরে নেমে আসে মার্কিন কমান্ডোরা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে এই অভিযানের সফলতার কথা ঘোষণা করে বলেন, ক্ষ্মআমরা তাকে পেয়েছি !ক্ষ্ম সামরিক ইতিহাসে এটি এক নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে শত্রুপক্ষের সীমানার এত গভীরে ঢুকে দুজন পাইলটকে আলাদাভাবে এবং অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তবে এই উদ্ধারকার্য মোটেও সহজ ছিল না। উদ্ধারকারী দল যখন নিচে কাজ করছিল, তখন আকাশ থেকে ডজন ডজন মার্কিন যুদ্ধবিমান চারপাশ ছাই করে দিচ্ছিল যাতে ইরানি সেনারা কাছে ঘেঁষতে না পারে।এই অভিযানের কৌশল নিয়ে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। অস্ট্রেলিয়ার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মিক রায়ান সিএনএন-কে বলেছেন, আমেরিকার সামরিক বাহিনী ছাড়া বিশ্বের আর কারও পক্ষে এমন নিখুঁত এবং জটিল অপারেশন চালানো সম্ভব নয়। যদিও ইরান এই পুরো বিষয়টিকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছে। ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ বিধ্বস্ত মার্কিন বিমানের ছবি শেয়ার করে উপহাস করে বলেছেন, ক্ষ্মযুক্তরাষ্ট্র যদি এভাবে আরও তিনটি জয় পায়, তবে তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।ক্ষ্ম তবে উপহাসের আড়ালে একটি বড় প্রশ্ন ঝুলে আছে;আমেরিকার এত অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ইরান মাটিতে নামাল কীভাবে? একদিকে ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার চরম হুঁশিয়ারি আর অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কঠোর নিয়ন্ত্রণ;সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের এই মরুভূমি এখন এক আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার লাভা যেকোনও মুহূর্তে পুরো বিশ্বকে গ্রাস করতে পারে। এই সফল উদ্ধার অভিযান ওয়াশিংটনের জন্য সাময়িক স্বস্তি আনলেও, মাটির বুকে পড়ে থাকা ওই ২৮টি গর্ত আসলে এক দীর্ঘমেয়াদী এবং ভয়াবহ যুদ্ধেরই পদধ্বনি দিচ্ছে।

ভয়াবহ পরিস্থিতি সিকিমের, ধসে বিচ্ছিন্ন লাচেন ! আটকে বহু পর্যটক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রকৃতির রোষানলে সিকিম। রবিবার উত্তর সিকিমের লাচেনে মারাত্মক ধস নামে। তারুম চু সেতুর কাছে ধস নামায় লাচেন থেকে চুংথাং যাওয়ার মূল রাস্তা ভেঙে পড়েছে। ফলে পরিস্থিতি ভয়াববহ। আটকে পড়েছেন প্রায় ১৫০০-এর বেশি পর্যটক। এছাড়াও ১৬৯ গাড়ি এবং ৭৯ বাইক ও ধসের জেরে আটকে রয়েছে।

মাঙ্গান জেলার কালেক্টর অনন্ত জৈন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে আজ (সোমবার, ৬ মার্চ, ২০২৬) থেকে পর্যটকদের উদ্ধার বা সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, লাচেন-চুংথাং সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে পর্যটকদের স্বাভাবিক বা প্রচলিত পথে নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, আটকে পড়া পর্যটকদের 'ডংকিয়া লা গিরিপথ' দিয়ে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই গিরিপথটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭,০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। সেখান থেকে পর্যটকদের লাচুং এবং পরবর্তীতে গ্যাংটকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। বর্তমানে, উদ্ধার অভিযানের জন্য রাস্তাটি নিরাপদ ও চলাচলের উপযোগী করে তুলতে ডংকিয়া লা পথে বরফ সরানোর কাজ চলছে পুরোদমে।মাঙ্গান জেলা প্রশাসনের মতে, তারুম চু সেতুর কাছে রাস্তার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে যাওয়ায় 'লাচেন অক্ষ'টি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সীমান্ত সড়ক সংস্থা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ডংকিয়া লা পথ থেকে দ্রুত বরফ সরানোর কাজ চলছে। অন্যদিকে লাচেন, ডংকিয়া লা ও লাচুং থেকে গ্যাংটকে পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতেও কাজ চলছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বরফ সরানোর কাজ তাড়াতাড়ি করতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত সকল সংস্থা 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায়' কাজ করে চলেছে। সরকার সকল নাগরিককে সতর্ক থাকার, যথাসম্ভব ঘরের ভেতরে থাকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশাবলি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।ডিসি অনন্ত জৈন জানিয়েছেন, এর আগে গত ২৫শে মার্চও একই ঘটনা ঘটেছিল। উত্তর সিকিমে প্রবল বৃষ্টির ফলে একাধিক স্থানে ধস নামলে চুংথাং এলাকায় প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন পর্যটক আটকা পড়েছিলেন। জৈন জানান, গ্যাংটকের সঙ্গে লাচেন এবং চুংথাংয়ের সঙ্গে লাচেনকে সংযোগকারী প্রধান সড়কপথগুলোতে ওই ধস নেমেছিল। ফলে লাচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া পর্যটকরা চুংথাংয়েই আটকা পড়েছিলেন।

নির্বাচনি কার্যালয় ভাঙ্গচুরকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, আটক ২

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচনি কার্যালয় ভাঙচুর এবং পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের পর্ণশ্রী এলাকা। বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বচসা ও স্লোগান যুদ্ধে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পর্ণশ্রী থানা সংলগ্ন এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়, নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার দুপুরে। বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ অভিযোগ করেন, থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে তাঁদের একটি নির্বাচনি কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। চেয়ার-টেবিল ভাঙার পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ইন্দ্রনীলবাবুর দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে রত্না চট্টোপাধ্যায়সহ ৫-৬ জনকে দেখা গিয়েছে। এই অভিযোগে বিজেপি কর্মীরা পর্ণশ্রী থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু

করেন।পালটা অভিযোগে সরব হন তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের পোস্টার ও হোর্ডিং ছিঁড়ে দিয়েছে বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনায় পুলিশ দুই তৃণমূল কর্মীকে আটক করলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। রত্না চট্টোপাধ্যায় অনুগামীদের নিয়ে থানার সামনে অবস্থানে বসেন এবং অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।তিনি বলেন, হার নিশ্চিত জেনে বিজেপি কর্মীরা মিথ্যা অভিযোগ করে তৃণমূলের বদনাম করতে চাইছে।থানার বাইরে দুই পক্ষের সমর্থকদের প্রবল স্লোগান পালটা স্লোগানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডেপুটি কমিশনার (এসডব্লুডি) রাহুল দে এবং অফিসার ইনচার্জ সত্যপ্রকাশ উপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে দু-দলের সমর্থকদের থানা থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল জারি রয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জমা পড়া ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ।

ঋণের বোঝা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে শিশু, রাজ্য-কেন্দ্রকে তোপ কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলীর

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা বাংলার দেনা। তার সাথে সাথে কেন্দ্রের দেনাও ২ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। সন্তান জন্ম নিচ্ছে ৮০ হাজার টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে-সোমবারের নির্বাচনী প্রচার থেকে এমনই মন্তব্য করে রাজ্য ও কেন্দ্রকে একহাত নিলেন জামুরিয়ার কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলী। সোমবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে আসেন জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলী। এদিন পায়ে হেঁটে কংগ্রেস প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলী শ্যামলা অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ সারেন। এই সময় প্রার্থীর সাথে প্রচারে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা ভক্তিপদ চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। প্রচার শেষে

প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলী সাংবাদিকদের জানান , আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলার মাথায় রয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ , অন্যদিকে কেন্দ্র সরকারও ঋণে জর্জরিত। একটি শিশু যে কিছুই জানে না সে জন্মগ্রহণ করছে ৮০ হাজার টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন বিগত কয়েক বছরে কর্মসংস্থানের অভাবে বেড়েছে বেকারত্বের সংখ্যা। বিগত সরকারের এই বঞ্চনায় মানুষ আজ দ্বিধাগ্রস্ত। তারা চাইছে পরিবর্তন।

প্রার্থীর কথায় আজ জামুরিয়া বিধানসভার শ্যামলা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে এসে মানুষের ভালোই সারা পেলাম।

এদিন জামুরিয়ায় কংগ্রেসের জয়ের ব্যাপারে প্রার্থীকে প্রশ্ন করা হলে , তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সোনাখালী জঙ্গল ঘেঁষে ‘অবৈধ’ নির্মাণ, হাতির করিডর নিয়ে চরম উদ্বেগ

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ বনদপ্তরের নাকের ডগার উপর ধূপগুড়ি মহকুমার চামড়াগুদাম এলাকায় সোনাখালী জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রাতারাতি গড়ে উঠেছে একটি ‘অবৈধ’ নির্মাণ। হাতির চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ করিডরের একেবারে পাশে কীভাবে এই নির্মাণ কাজ চলছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনাখালী জঙ্গল থেকে কয়েক হাত দূরে এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জমি রয়েছে। সেই জমিতেই রাতারাতি উঁচু ও মোটা দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমদিকে অন্য ধরনের কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে সেখানে রিসোর্ট বা হোমস্টে তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।প্রশ্ন উঠছে, জঙ্গলের এত কাছাকাছি এলাকায় কীভাবে এই নির্মাণ কাজ চলতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও বনদপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও রাতের অন্ধকারে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মালিকপক্ষ। এমনকি এলাকাবাসীরা বাধা দিতে গেলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে

হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।গ্রামবাসীদের দাবি, হাতির চলাচলের পথে এভাবে উঁচু দেওয়াল তৈরি হলে বন্য হাতির স্বাভাবিক চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে হাতির দল গ্রামে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ নির্মাণস্থলের পাশেই রয়েছে একটি জনবসতিপূর্ণ গ্রাম। এ প্রসঙ্গে মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য জানান, ব্যক্তিগত জমিতে কী কাজ হবে তা সরাসরি বনদপ্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।এই সোনখালী জঙ্গলের হাতির করিডর সংলগ্ন অন্য একটি ব্যক্তিগত জমিতে উঁচু দেওয়াল নির্মাণের কাজ বনদপ্তর আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন বনদপ্তরের বক্তব্য ছিল, হাতির করিডরে এ ধরনের উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করা যাবে না।ফলে প্রশ্ন উঠছে, বর্তমান ঘটনায় বনদপ্তর নীরব কেন?সোনাখালী জঙ্গল ঘেঁষে এই নির্মাণকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন প্রাক্তন কেএলও সদস্যরাও।

তাঁদের দাবি, যে ব্যক্তি নির্মাণ কাজ করছেন তিনি কলকাতার বাসিন্দা এবং এভাবেই উত্তরবঙ্গের বনজঙ্গল বহিরাগতদের দখলে চলে যাচ্ছে। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দেওয়াল ভেঙে না ফেলা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ কিশোর

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছে ১৬ বছরের কিশোর রাইহান শেখ। রবিবার দুপুরের এই ঘটনার পর থেকেই পরিবার ও এলাকাজুড়ে চরম উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে নদীর ধারে খেলতে গিয়েছিল রাইহান। পরে সাঁতার কাটতে নেমে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর জলে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু ততক্ষণে রাইহানকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।ঘটনার পরই গ্রামবাসীরা

নৌকা নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে তল্লাশি চালান। রাতভর উদ্বেগে কাটে পরিবারের সদস্যদের। আজ সকালে ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে এসে অনুসন্ধান শুরু করে। দুটি বোর্ড ও স্থানীয় নৌকার সাহায্যে তল্লাশি চালানো হয়। কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরের তত্ত্বাবধানে এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের উপস্থিতিতে দুপুর পর্যন্ত তল্লাশি জোরদার করা হলেও এখনও পর্যন্ত রাইহানের কোনো সন্ধান মেলেনি।ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়েছেন বহু গ্রামবাসী। সকলের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা স্পষ্ট। পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েছেন। এলাকাবাসীর দাবি, নদীর ধারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক এবং সচেতনতা বাড়ানো হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।এই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে গোটা কানুপুর গ্রাম। এক কিশোরের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে প্রতিটি ঘরে। এখন সকলের একটাই প্রার্থনা;যেন দ্রুত রাইহানের সন্ধান মেলে এবং পরিবার এই দুঃসময় থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়।

প্রার্থী বদল ঘিরে আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস অফিসে রণক্ষেত্র, জখম ২

নয়া জামানা , আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় কংগ্রেসের দলীয় অফিস ঘিরে বড়সড় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা একসময় রণক্ষেত্রের মতো চেহারা নেয়। প্রার্থী বদলকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার থেকেই জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তালা পড়ে ছিল। এই ঘটনাকে ঘিরে দলের ভিতরে আগেই অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল বলে জানা যায়।রবিবার রাতে পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে ওঠে। সেই সময় জেলা সভাপতি ও বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মৃন্ময় সরকার অফিসের তালা খুলতে গেলে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথ বাধা দেন বলে অভিযোগ। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, যা খুব দ্রুতই উত্তেজনায় পরিণত হয়।অভিযোগ অনুযায়ী, এরপর মৃন্ময় সরকার ও তাঁর সমর্থকেরা শান্তনু দেবনাথ এবং আরও এক কর্মীর ওপর চড়াও হন।

Naya Jamana Evening Edition.........9 October....adddddddd..._Layout 1 06-04-2026 14:56 Page 5

বাংলার মাটির পুতুলে ভারতীয় সামরিক ধারা

স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একাধিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। স্বল্প রসদ, অত্যাধুনিক সমর পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্ত্বেও রণাঙ্গে নিজেদের বীরত্ব ও দুর্ধর্ষ রণকৌশলের নজির রেখেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বাংলার মাটির পুতুলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেই অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ জীবনের বাস্তবতা বাংলার মৃৎশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ প্রতিটা যুগে বাংলার পুতুল ভাবনা প্রসারিত হয়েছে। বাংলার মিলিটারি বা সৈন্য পুতুল সেই প্রসারিত ধারার অন্যতম বাহক হয়ে উঠেছে। আজও বঙ্গসমাজের প্রান্তিক শ্রেণীতে থাকা শিশু-কিশোরেরা মিলিটারি পুতুলের মধ্যেই বীরত্বের অনুপ্রেরণাকে খুঁজে পায় ।শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুরের বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী আরতি পাল মিলিটারি পুতুলে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ দুই দেশের সামরিক বাহিনীর প্রতিচ্ছবি নিজের পুতুল নির্মাণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। শিল্পীর কথায় ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকে শিশুদের মধ্যে সৈন্য পুতুলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।১৯৪৭-১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে হয়েছিল স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয়যাত্রার সূচনা। তারপর নিজামের হাত থেকে হায়দ্রাবাদকে মুক্ত করা, ১৯৬১-তে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পর্তুগিজদের থেকে গোয়াকে ছিনিয়ে নেওয়া মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সেনা সাধারণ জনগণের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২-র যুদ্ধে অত্যাধুনিক চিনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করেও পরাজিত হতে হয়েছিল। আবার ১৯৬৫-র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদনপুষ্ট পাকিস্তানি আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে রুখতে সক্ষম হয়েছিল ভারত। ১৯৭১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে দু'টুকরো করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের অপারেশন সিঁদুর বাংলার সামাজিক চেতনাকে প্রভাবিত করে গিয়েছে। আর সেই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলার দুই খোল ছাঁচের রঙিন মাটির পুতুলের মধ্যে দিয়ে। স্বাধীনতা ও দেশভাগ হাত ধরাধরি করে দক্ষিণ এশিয়ায় পদার্পণ করেছিল। দুই টুকরো হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি। এর থেকে জন্ম নিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের হিজ ম্যাজিস্টি'র প্রতি আনুগত্য ছেড়ে সাধারণ জনগণ ও সর্বোপরি ভারত রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের আনুগত্য নিশ্চিত করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির খাকি উর্দি ছেড়ে দ্রুভত্র স্কন্দত্র— বা গাঢ় সবুজ স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিচয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার পুতুল নির্মাণের ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীর উর্দির রং সেই অনুসারে সবুজ হয়েছে। যুদ্ধরত অবস্থায় সৈনিকের শারীরিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে মাটির পুতুলে। শ্রীরামপুরের ঐতিহ্যশালী চাতরা কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পী রবি পাল একাধিক অভিব্যক্তি সম্পন্ন মিলিটারি বা সৈন্য পুতুল তৈরি করেন ঝুলন যাত্রার সময়। তার মধ্যে একটি পুতুলে লক্ষ্য করা যায় পাহাড়ি পাথুরে ভূমিতে বুকে ভর দিয়ে শত্রুদের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। মাথার হেলমেট থেকে শুরু করে গোটা উর্দির রং সবুজ। হাতে বন্দুক। যদিও মুখের অভিব্যক্তিতে কোনো প্রকারের ক্ষিপ্রতা ও সতর্কভাব নেই। সেখানে বিরাজ করছে মরমী শান্ত অভিব্যক্তি। তাঁর তৈরি অপর একটি পুতুলে দেখা যায় পাথরের টিলার উপর দাঁড়িয়ে গাঢ় সবুজ উর্দি পরে অতন্দ্র প্রহরায় এক ভারতীয় সেনা জওয়ান। দু'টি পুতুলেরই মাথায় যে হেলমেটটি রয়েছে সেটি ব্রিটিশ যুগের স্কন্দ্রস্থত্র বা ব্রোডি হেলমেট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ধরনের হেলমেট পরেই তৎকালীন ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধ করতে যেত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অনেক খামতি থেকে গিয়েছিল। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হেলমেট, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে ১৯৬২-তে চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় সেনা ।অন্যদিকে শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুরের বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী আরতি পাল মিলিটারি পুতুলে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ দুই দেশের সামরিক বাহিনীর প্রতিচ্ছবি নিজের পুতুল নির্মাণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। শিল্পীর কথায় ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকে শিশুদের মধ্যে সৈন্য পুতুলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মাটির ছোট্ট বেদীর ওপর আধ শোয়া অবস্থায় বন্দুক হাতে সবুজ উর্দি পরা এক খোল ছাঁচের সৈন্য পুতুল। অনুরূপ একই ভঙ্গিতে ছাই রঙা উর্দি পরে অপর এক সৈন্য পুতুল। শিল্পীর কথায় এই সৈনিকটি হচ্ছে চিনা। এই চিনা সৈনিকের গায়ের রং গোলাপি। আর ভারতীয় সংস্করণের গাত্রবর্ণ হলুদ। শিল্পীর কথায় ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় হওয়া ঝুলনে এই সৈন্য পুতুলের চাহিদা সর্বাধিক পর্যায়ে ছিল। ভারি মোটা কাপড়কে কাদামাটিতে চুবিয়ে সেটিকে শুকিয়ে তার ওপর খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে সাদা পাহাড়ের মতো তৈরি করত সেই সময়ের কিশোর-কিশোরীরা। এমনকী পুরনো বাড়ির দেওয়াল থেকে হালকা করে সবুজ শ্যাওলা কেটে নিয়ে সেই পাহাড়ের উপর লেপে দেওয়া হতো। তারপর এই সৈন্য পুতুলগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে ঝুলনের আয়োজন করা হতো। উল্লেখ করা যেতে পারে, রবি পাল এবং আরতি পাল দুজনেই জানিয়েছেন যে তাদের বাবারাও একই শৈলীতে এই সৈন্য পুতুল বানাতেন। উত্তরবঙ্গের মালদার অঞ্জন পন্ডিত ভারত ও পাকিস্তানের সমর দ্বন্দ্বকে অভিনব পন্থায় প্রকাশ করেছেন। একটি কামানের গায়ে হাঁটু মুড়িয়ে এলিয়ে বসে রয়েছে এক সৈন্য পুতুল। উর্দির রং হালকা সবুজ। পিঠের মধ্যে মাটির ওয়ারলেস রেডিওর এন্টেনা রয়েছে। পুতুলের শারীরিক গঠন স্বাস্থ্যবান জওয়ানের পরিচয় বহন করে চলে। কপালে লাল টিকা এবং মুখে গোঁফ। অনুরূপ একইভাবে খাঁকি উর্দি পরা এক পাকিস্তানি সৈন্যেরও পুতুল তৈরি করেছেন তিনি। তার এই ধরনের পুতুল দুই খোল ছাঁচের তৈরি।

মুর্শিদাবাদ শহরের মোগলটুলির অজয় কুমার চৌধুরীর তৈরি মিলিটারি বা সৈন্য পুতুলের মধ্যে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে বফোর্স কামানের ছোটো সংস্করণ দেখা যায়। পুতুলের বিন্যাসের মধ্যে একটি বিশালাকায় বফোর্স কামানের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সৈন্য। লক্ষ্যবস্তু তাক করার জন্য সেই সৈন্য ব্যস্ত। তার তৈরি সৈন্য পুতুলের মধ্যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যের ধারা রয়েছে। ভারতকে যথারীতি অলিভ গ্রিনে রাঙানো হয়েছে অন্যদিকে খাকি পোশাক রেখে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান সৈন্যদের ক্ষেত্রে। তার পুতুল নির্মাণে স্থান পেয়েছে শহীদ হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত সৈনিকের দেহ। যা শিল্পীর চেতনা ও ভাবনার পরিচয় বহন করে চলে। নদিয়া জেলার নবদ্বীপের মৃৎশিল্পী সবিতা শীলের তৈরি সৈন্য পুতুলের অভিনবত্ব শৈল্পিক ভাবনাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। হাতির পিঠে হাতে বোমা নিয়ে সবুজ উর্দি ও মাথায় গোলাপী বেরেট টুপি পরে বসে রয়েছে ভারতীয় সেনা জওয়ান। প্রতিবছর চড়কের মেলা উপলক্ষে এই পুতুল তৈরি করা হয়। কার্গিল যুদ্ধের সময় থেকে এই শৈলীর পুতুলটি তৈরি করা হচ্ছে। যে হাতির গায়ে সেনা জওয়ান বসে রয়েছে সেটিকে অনবদ্যভাবে অলংকরণ করা হয়েছে। শরীরজুড়ে লোকজ আলপনার ছোঁয়া হাতিটিকে শৈল্পিক বিভায় প্রস্ফুটিত করেছে। মাথায় পরিহিত টুপি গোর্খা রেজিমেন্টের তৈরি শৈলীর টুপির কথা মনে করিয়ে দেয়। আটের দশকে অলিভ গ্রিন ছেড়ে ব্রাশ স্ট্রোক ক্যামোফ্লেজ রঙের উর্দি ধারণ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে সন্তু পালের সৈন্য পুতুলে ।কলকাতা-কুমোরটুলির অনিমা ও মায়া পাল কাঁচা মাটির রঙিন পুতুলের ধারাকে বাংলার এই ঐতিহ্যশালী পটুয়াপাড়ায় টিকিয়ে রেখেছেন। বাংলার মিলিটারি বা সৈন্য পুতুলের ধারা তাঁদের মৃৎশিল্পকেও অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে। তাঁদের তৈরি সৈন্য পুতুলের হেলমেট এবং গোটা পোশাকের রং সবুজ। গোটা জামা জুড়ে বেল্টের স্ট্র্যাপ বসানো। বাম হাতে লম্বালম্বি করে ধরে থাকা রাইফেল থ্রি নট থ্রির পরিচয় বহন করে চলেছে। উর্দির কাঁধের দিকে chevrons বা রোমান হরফের জোড়া ভি আকৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছে সেই সৈন্য পুতুলের পদমর্যাদা। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উর্দির মধ্যে যদি জোড়া ভি থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সেই সৈন্য আয়েকদ পদমর্যাদায় কর্মরত। মায়া ও অনিমা পালের তৈরি এই সৈন্য পুতুলের কপালের মধ্যে লাল টিকা রয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিমার পাশাপাশি বুকে ভর দিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় থাকা সৈন্য তৈরি করে থাকেন তারা। সবুজ রঙের উর্দির পাশাপাশি বিভিন্ন রঙের উর্দি পরিহিত সৈন্য তাদের পুতুল নির্মাণে লক্ষ্য করা যায়। হুগলি-শ্রীরামপুরের মানিকতলা পটুয়া পাড়ার মৃৎশিল্পী শম্পা চিত্রকরের সৈন্য বা মিলিটারি পুতুলের উর্দিটি মেটে রঙে মাতিয়ে তোলা হয়েছে। উর্দির উপরি অংশে রোমান হরফের এক্স শৈলীর বেল্টের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। কোমর বন্ধনীতে পিস্তল রাখার হোলস্টারও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীরামপুরের নগা মাঠপাড়ার মৃৎশিল্পী সন্তু পালের সৈন্য পুতুল বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিঠেতে ব্যাগ। মাথায় পরিহিত টুপি গোর্খা রেজিমেন্টেরঠত্রস্থ শৈলীর টুপির কথা মনে করিয়ে দেয়। আটের দশকে অলিভ গ্রিন ছেড়ে ব্রাশ স্ট্রোক ক্যামোফ্লেজ রঙের উর্দি ধারণ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে সন্তু পালের সৈন্য পুতুলে।

মিলিটারি পুতুল তৈরির উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল শান্তিপুরের চৌগাছা পটুয়া পাড়া, কলকাতার উল্টোডাঙার দক্ষিণ দাড়ি কুমোর পাড়া, বর্ধমান, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলা, উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘড়িয়া নিমতা, হাওড়া প্রশস্ত পাল পাড়া, পূর্ব বর্ধমানের ভাণ্ডারটিকুরি। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলার মৃৎপুতুল শিল্পীরা মিলিটারি পুতুলের পাশাপাশি মাটির তৈরি কালো রঙের খেলনা প্যাটেন ট্যাংকও তৈরি করে থাকেন। নবদ্বীপের গঙ্গা পুজোর মেলায় এই ট্যাংকের পসরা নিয়ে তারা বসেন। বাংলায় মিলিটারি পুতুলের পাশাপাশি পুলিশ পুতুলও তৈরি করেন মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু সেই পুতুলের মধ্যে মূলত সর্বাধিক বেশি ট্রাফিক পুলিশ তৈরি হয়। গাড়ি থামানোর হাতের কৌশল এই পুতুলে সর্বাধিক বেশি দেখা যায়।

শান্তিপুরের চৌগাছা পটুয়া পাড়ায় নকশাল পুতুলের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু আজও সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ বহন করে চলে বাংলার মিলিটারি বা সৈন্য পুতুল। হুগলি জেলার রামপাড়ার নন্দীদের রথযাত্রায় ব্যবহৃত রথের গায়ে চিত্রিত হয়েছে সবুজ উর্দি পরা সৈন্যদের চিত্র। একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে উদয়নারায়নপুরের রথযাত্রার রথ চিত্রে। ফলে এর থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় সেনার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ করে প্রান্তিক শ্রেণীতে থাকা মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।